গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পুনর্গঠিত জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের প্রথম সভার কার্যবিবরণী

পুনর্গঠিত জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের প্রথম সভা ১৮ ভাদ্র ১৪১৭/০২ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সকাল ১০.৩০ এ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের চেয়ারপারসন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বেগম মতিয়া চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়; জনাব দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়; ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়; ডাঃ আ ফ ম রুহল হক, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ডাঃ ক্যাপ্টেন (অব:) মুজিবুর রহমান ফকির, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের মেয়রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট ক এ সন্নিবেশ করা হল।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার শুরুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও পরিষদের সদস্য সচিব জনাব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির পরিবার পরিকল্পনা খাতে সরকারী কার্যক্রমের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

৩. শুরুতে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১৯৭৫ সালের ২৬মার্চ প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন যা নিম্নরূপ: "একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তা হলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হালচাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে।''

৪. তিনি বলেন, রূপকল্প (ভিশন ২০২১) এ ২০২১ সালে জনসংখ্যার অভিক্ষেপ করা হয়েছে ১৬.৫ কোটি। শ্রমশক্তি হবে ১০.৫ কোটি। বর্তমানে ৪.৫ কোটি কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৫.৬ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ৯ কোটি । স্বাস্থ্য সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে: ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালোরির উর্ধে খাদ্য, সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল, সকলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুস্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার কমানো প্রভৃতি নিশ্চিত করা হবে। উক্ত রূপকল্পে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করা আছে।

৫. রূপকল্প (ভিশন) অনুযায়ী ২০২১ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ২০২১ সালে মাতৃ-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ৩.৮ (বর্তমানে ২.৯) থেকে কমে হবে ১.৫ (১.৪৩) । ২০২১ সালে শিশুমৃত্যুর হার (১ বছরের নীচে) বর্তমান হাজারে ৫২ থেকে কমিয়ে ১৫ করা হবে। ২০২১ সালে গড় আয়ুস্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত করা হবে।

৬. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সার্বিক অর্জনগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারকারীর হার [Contraceptive Prevalence Rate বা CPR] ৭০ দশকে ৭.৭ % থেকে বেড়ে বর্তমানে ৫৫.৮% হয়েছে। মোট প্রজনন হার [TFR বা Total Fertility Rate] ২০০৭ সালে ২.৭ এ দাঁড়িয়েছে যা হ্রাস পেয়েছে (৭০ দশকে যা ছিল ৬.৩)। মাঠ পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার ফলে দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে (১৭.৬%)। রিপোর্ট অনুসারে এ চাহিদার হার প্রায় ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০০৪ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে)। এর পর কয়েকটি স্লাইডের সাহায্যে তিনি মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মিশ্রণের হার বর্ণনা করেন। বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন। ১,৫০০ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নীত করে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতির সেবাসহ স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতির সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীদের প্রদেয় অর্থ দ্বিগুণ করা হয়েছে। কম অগ্রগতি সম্পন্ন ও দুর্গম এলাকায় নিয়মিত সেবা প্রদানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পর্যায় হতে কার্যক্রমকে মনিটরিং করা হচ্ছে। পুরুষ বন্ধ্যাকরণ ও আইইউডি কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য সন্তুষ্ট গ্রহীতাদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে এ ধরনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭. বর্তমান সরকারের সময়কার সাফল্যগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০০৭ সালে সিপিআর ৫৫.৮% থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ৬৫% -এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৭ সালে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৭.৫% থেকে বর্তমানে ১০%-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৭ সালে পুরুষদের স্থায়ী পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ ছিল ০.৫%। গত দুই বছরে পুরুষদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে স্থায়ীপদ্ধতির অগ্রগতিতে মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের অংশগ্রহণ বেশী হচ্ছে। মাতৃ মৃত্যুর হার ২০০৪ সালে ছিল ৩.২%, যা বর্তমানে ২.৯% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অপূর্ণ চাহিদা ও ড্রপ আউট অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

৮. এর পর তিনি নিম্নবর্ণিত সুপারিশগুলো পরিষদের বিবেচনার জন্য তুলে ধরেন:

ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় সক্ষম দম্পতির নিবন্ধীকরণসহ বাড়ী পরিদর্শন নিশ্চিত করা।

খ) নগর এলাকায় হোম ভিজিট নিশ্চিত করার জন্য নতুন পদ সৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করা।

গ) হার্ড টু রীচ বা দুর্গম এলাকায় অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করা।

ঘ) ক্লায়েন্ট সেগমেন্টেশন করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। স্থায়ী পদ্ধতিতে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

ঙ) ১-২ সন্তানের দম্পতিদের সরকারী বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং আইনী বাধ্যবাধকতা সৃজনের বিষয় বিবেচনা করা।

চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৯. উক্ত প্রেজেন্টেশনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাস করে প্রায় এক হাজার জন মানুষ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছর বা এর কম সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুন হবে। বর্ধিত এই জনসংখ্যা দেশের আবাদযোগ্য কৃষিজমি, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের উপর যে প্রভাব ফেলবে তা মোকাবেলা করার

মত সামর্থ্য আমাদের নেই। বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক, পরিবেশ এবং সম্পদের সাথে ভারসাম্য রেখে সর্বোচ্চ ১৭.৫০ কোটি জনসংখ্যা ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। সরকার বিভিন্ন কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাম্য জনসংখ্যা বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের গুরুত্ব আরোপ করেন। এ লক্ষ্যে সরকার বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কম অগ্রগতিসম্পন্ন এবং দুর্গম এলাকার কার্যক্রম জোরদার করা এবং বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ, শূন্যপদ পূরণ করা, পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট গ্রহীতাদের কাজে লাগানো, জনসংখ্যা নীতিকে হালনাগাদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা, জন্মনিরোধক সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা, অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need) পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সমূহের মান উন্নতকরণ, পরিবার কল্যাণ সহকারীগণের কমিউনিটি ক্লিনিকে সপ্তাহে তিন দিন সেবা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহন। তিনি আরও জানান, মাঠ পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার কাজের সাথে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের সমন্বয় করা দরকার। এ ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর পর জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি জানান, বিগত সরকারের সময় কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি বলেন, বিগত সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ জনসংখ্যার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়নি। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ প্রদান করে বলেন, জনসংখ্যা সমস্যা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পরিগ্রহ করছে। অনেক দেশে তরুণদের সংখ্যা কমে গেছে, বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিরাট জনগোষ্ঠীর ভার কর্মক্ষম তরুণ সমাজের উপর চেপে বসছে। তিনি অতঃপর এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় যাওয়ার আগে পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানান।

১১. প্রফেসর ড: আবুল বারাকাত জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন ইকনমিক্স পড়ান এবং তিনি জনসংখ্যা গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে দুটি সফল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যার একটি হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা এবং অন্যটি ইপিআই। তিনি প্রেজেন্টেশনে উত্থাপিত স্লাইডের লেখচিত্রের উল্লেখ করে বলেন, ২০০৭ সালে টিএফআর ২.৭ হলে ২০১১ সালে ২.২ অর্জন সম্ভব হবে না। প্রকৃত পক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সকল অর্জন পরিবার কল্যাণ মাঠকর্মীদের (FWA) অবদান। তিনি বলেন, তিনি গবেষণা করে দেখেছেন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যে কোন বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে না বা কৌশলগত কোন নতুনত্ব নেই। মহিলারাই স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। উপস্থাপনায় মোট প্রজনন হার ও CPR সাম্প্রতিক সময়ে কমেছে দেখানো হয়েছে। কিন্তু সিলেট ও চট্রগ্রামে অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি অন্য অঞ্চলের চেয়ে ভাল হলেও প্রজনন হার বেশী। এছাড়াও তিনি ক্লায়েন্ট সেগমেন্টেশনের বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, বর্তমানে FWA এর সংখ্যা অনুপাতে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ী বাড়ী পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। তিনি একাজের জন্য অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগেরও সুপারিশ করেন।

১২. প্রফেসর ড: এম কবির জানান, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীকে জনসংখ্যা নিয়ে ভাবতে হয়, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যের সংস্থান ও শিক্ষার প্রসারের বিষয়টি জড়িত। তিনি জানান, ২০০১ সালে আদমশুমারীতে ৫% পরিবারের শুমারী করা হয়েছে। এজন্য ২০১১ সনের সেনসাস গুরুত্বপূর্ণ হবে। তিনি আরোও জানান, শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় ২০২৫ সনে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তখন প্রবীণরাই একটা জাতীয় সমস্যা হবে। এ কারণে এখনই সিনিয়র সিটিজেন কার্ডের মাধ্যমে সেবা প্রদানের চিন্তা করা প্রয়োজন। মাঠ কর্মীদের কাজের পরিধিও অনেক বেড়ে গেছে। ২০১১ সালেই আমাদের এনআরআর (NRR)-১ অর্জন করা সঙ্গত ছিল।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে। তিনি নীতি এবং বাস্তবায়নের পার্থক্য কমিয়ে আনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৩. প্রফেসর একে এম নুরুন্নবী বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জন করা সম্ভব হবে না। জনসংখ্যাই বর্তমান সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমানে সকল পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু জনসংখ্যা হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিপদ আছে এবং জনসংখ্যার দিকে এখন আপদ্‌কালীন অবস্থা ঘোষণা করা দরকার। তিনি বিয়ের বয়স বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ক্লিনিক এবং বাড়ী বাড়ী গমন উভয় পদ্ধতি বহাল রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। শুধুমাত্র ক্লিনিকের ধারণা খুব একটা কার্যকর হবে না। তিনি বলেন বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ সঠিক নয়। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে মানুষের যে প্রবৃদ্ধি তা জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারের চারগুণ। শহরমুখী অভিবাসন ও নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের কারণে এটা হচ্ছে এবং এ বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তিনি জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃজনের প্রস্তাব দেন।

১৪. বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ১২ বছর পরে সভা অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বর্তমানে ৬০০ পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী FWA পদ সৃষ্টির কথা বলেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ সেক্টরের কাজ সন্তোষজনক হয়নি বিধায় মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা হয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন দেশেই পৃথক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় নেই। তিনি জানান, পৃথক ডিভিশন না করে স্বাস্থ্য সহকারীদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা সমীচীন হবে। তিনি স্বেচ্ছাসেবীদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন।

১৫. ড: এম এ মাবুদ পরিষদের সভা ঘন ঘন অনুষ্ঠানের উপর জোর দিয়ে বলেন, এ সভা ৩ মাস পর পর করা দরকার। তিনি Door Step Service এর পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তিনি প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীতে জনসংখ্যার কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান। তিনি জনসংখ্যা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সপক্ষেও মত প্রকাশ করেন। তিনি জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে পরিবার পরিকল্পনাকে পৃথক বিভাগ অথবা মন্ত্রণালয় করার উপর মত প্রদান করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শহর এবং গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বন্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। শহরাঞ্চল থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে হবে। ~~তিনি~~ জনসংখ্যার সাথে একাধিক খাতের সংশ্লিষ্টতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলকে এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

১৬. আনসার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম তাঁকে এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, দেশব্যাপী আনসারের বিশাল একটি জনবল রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৩২ জন আনসার সদস্য রয়েছে। তিনি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানোর প্রস্তাব করেন।

১৭. মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান (অবঃ) বীরবিক্রম বলেন, এক সন্তানের বিষয়ে কথা বলা শুরু করলে জনগণের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা নাও থাকতে পারে। তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে মত দেন।

১৮. অর্থ বিভাগের সচিব ড: মোহাম্মদ তারেক বলেন, জনসংখ্যা কতটুকু সম্পদ আর কতটুকু দায় তা বোঝা দরকার। বিদ্যুৎ, শিক্ষা সব চাহিদার অপটিমাম লেভেল আছে। আমাদের ভূমিতে কতটুকু জনসংখ্যা অপটিমাম হবে সে বিষয়ে ঐক্যমত দরকার। তাহলে এ সমস্যা মোকাবেলা সহজ হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা। এখানে ভারতের চাইতে সাড়ে তিন গুণ বেশী লোক বসবাস করে। অপরদিকে ভারতে চীনের চেয়ে দুইগুণ বেশী লোক বসবাস করে। জনবল ব্যবস্থাপনার সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক রয়েছে। জনসংখ্যাকে তাই দায় হিসেবে না দেখে সম্পদ হিসেবেও দেখা যায়। জরুরী ভিত্তিতে জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য উপজেলা পর্যায়ে কিভাবে কাজ করবে তার জন্য গবেষণা প্রয়োজন। বর্তমান জাতীয় আয় আগামী ৪/৫ বছরে ২ ডিজিট করতে হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৯. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিহির কান্তি মজুমদার বলেন, ২০১১ তে টিএফআর ২.২ এবং সিপিআর ৭২% ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, সিপিআর একটা স্তরে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। তা ৫৮ এর উপরে উঠতে চায় না। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা বাড়াতে হবে। অপূর্ণ চাহিদাও মিটাতে হবে, বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রামে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ক্র্যাশ প্রোগাম নেয়া দরকার। তিনি পুষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে জানান, বর্তমানে পুষ্টিহীনতার জন্য কম ওজনের শিশু জন্মগ্রহণ করে। তিনি সকল মন্ত্রণালয়কে জনসংখ্যা বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত করার আহবান জানান। তিনি মাঠ পর্যায়ে জনবল বৃদ্ধির জন্য FWA এর সাথে নার্স নিয়োগের কথা বলেন। তিনি পরিকল্পনা সংক্রান্ত পৃথক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ করার পক্ষে মত দেন।

২০. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম কামরুন্নেসা খানম পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে তাঁর কাজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলেন, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য পৃথক বিভাগ সৃজন করার যৌক্তিকতা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, পরিবার কল্যাণ সহকারীদের (FWA) নিয়োগ করা হয়েছে দীর্ঘদিন আগে। তারা অনেকে বয়সের ভারে ন্যুজ। অল্প বয়সে যে কাজ করতে তাদের আপত্তি ছিলনা, সে কাজ করতে এখন তারা আগ্রহী নয়। নিজেদের কাজের প্রতি গুরুত্ব না দেয়ার কারণে এবং সক্ষম দম্পতির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সংকট দেখা দিয়েছে। তাদেরকে মিডওয়াইফারি কাজে যুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবে ১৫০০ বাড়ী ভিজিট করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বাড়ী বাড়ী গমন বা ডমিসিলিয়ারি সার্ভিসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পরিবীক্ষণ সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয় দেশের অন্যত্রও হার্ড টু রিচ এলাকা রয়েছে এবং সেগুলোতেও সমান মনোযোগ দিতে হবে।

২১. বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের এর সভাপতি ডা: মাহমুদ হাসান বলেন, বাস্তবায়নের দিক থেকে সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের বাড়ী বাড়ী গমন বন্ধ নেই। তবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অনেক জিনিস দরকার, মাতৃ মৃত্যুর হার কমাতে হবে, স্বাস্থ্য শিক্ষার ভূমিকাও বিরাট। এর কোনটিকে পৃথক করে দেখার অবকাশ নেই। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ৫০,০০০ এর বেশী কর্মী রয়েছে, আরো ১৩,৫০০ নেয়া হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি ওয়ান স্টপ সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। ৬,০০০ জনের জন্য এক একটি কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরী করা হবে। তিনি মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন সহকারীদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন।

২২. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব মোস্তফা হাসান জানান, দেশে এনজিও-দের প্রচুর কর্মকান্ড রয়েছে। বছরে তারা ৩০০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করে। এনজিও-দের জনসংখ্যা বিষয়ে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করেন এবং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা কামনা করেন।

২৩. এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যপত্রের সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কার্যপত্রে কিছু সুপারিশ আছে সেগুলো বিবেচনা করা যায়। তিনি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। চীনে বর্তমানে ১(এক) সন্তান নীতির কারনে জনবলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এছাড়াও তিনি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো, জাপান, কোরিয়া ও কানাডার কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐসব দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এসব দেশে সন্তান গ্রহণের জন্য দম্পতিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, উৎসাহ দেয়া হচ্ছে।

২৪. তিনি আরো বলেন, পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব রয়েছে। পরিকল্পিত উপায়ে চলতে পারলে সমস্যা হতো না। পরিসংখ্যান বা আদমশুমারী প্রতিবেদন থেকে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অন্য খাতগুলোর সংকটের কথা বললে হবে না, তাদের নিজেদের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির উপরে জোর দিতে হবে। সকলকে পাঠ্যপুস্তক পৌছাতে হবে, শিক্ষার গুণগত মানও বাড়াতে হবে। শিক্ষা বাড়লে পরিবারে সচেতনতা বাড়বে। তিনি ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীলতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক সময় লোকজন মনে করতো আল্লাহ মুখ দিলে খাবারও দিবে। বাচ্চা হতো অনেক, তাদের মধ্যে অনেকেই মারা যেতো। এখন লোকজন বোঝে পরিবার ছোট হলে সকলের খাবারের সংস্থান করা সহজ। তবে আমাদের দেশে অন্য সমস্যাও রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। তিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ১ টি সন্তান মেয়ে হলে সম্পদ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। যে পরিবারে দুটি মেয়ে সন্তান রয়েছে সেখানে সম্পদ রক্ষার জন্য মানুষ পুত্র সন্তান চায়। সম্পদ মেয়েকে হেবা করে দিলে সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ তাতে দাতার শেষ জীবনের অনিশ্চয়তা তৈরী হয়। তিনি এ বিষয়ে ওলামা মাশায়েকগণের মতামত আহবান করেন। তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে জন্মহার হ্রাস পাবে। বিগত শাসন আমলে তাঁরা পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দুর্গম এলাকাগুলোতে যাতায়াতের অবস্থার উন্নয়ন দরকার। কৃষি কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি পরিষদের সদস্যদের গবেষণা কাজে লাগানোর জন্য আহবান জানান এবং তাদের সুপারিশ পেশ করতে অনুরোধ করেন। তিনি, কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

২৫. তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে হবে। শহরের শিক্ষিত জনগণ সচেতন বিধায় বস্তি এলাকায় জনসংখ্যার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনকে বেশী নজর দেয়া দরকার মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, বিগত সময়ে ক্ষমতায় থাকাকালীন পুষ্টি প্রকল্প নেয়া হয়েছিল এবং ২১০০ কিলো ক্যালরী পুষ্টি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। দুর্গম এবং চর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যা বেশী। তিনি দুর্গম এলাকার তালিকা করতে বলেন। তিনি আধুনিক কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মিডওয়াইফ হিসেবে দাদী নানীদের প্রশিক্ষণের দিকটিও যাচাই করার নির্দেশনা দেন। সর্বশেষ তিনি বলেন জনসংখ্যা বোঝা নয় বরং প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন, পরিবার পরিকল্পনা অবশ্যই বাড়াতে হবে। আমাদের তরুণ প্রজন্মকেও হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না।

২৬. তিনি আলোচ্যসূচীভুক্ত ২য় বিষয় জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করণের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, জনসংখ্যা নীতি নতুনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরিবার

পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে মতামত প্রদানের জন্য তিনি পরিষদের সদস্যদের আহ্বান জানান।

সিদ্ধান্ত :

২৭. বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পদের উত্তরাধিকার আইনের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে।

খ) জনসংখ্যা সমস্যা বহুখাতভিত্তিক বিধায় তা মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। নুতন নুতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।

ঘ) জনসংখ্যা নীতি সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। পরিষদের সদস্যগণ খসড়ার উপর কোন মতামত থাকলে ওয়েবসাইট থেকে খসড়া সংগ্রহ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে মতামত প্রদান করতে পারেন।

ঙ) পরিষদের যে সকল সম্মানিত সদস্য জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করেছেন তাঁরা তাঁদের গবেষণার আলোকে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করতে পারেন।

চ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর-এর শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ছ) নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন ও দুর্গম এলাকার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

২৮. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন।

(মুহম্মদ হুমায়ুন কবির)
সচিব

(ডাঃ ক্যাপ্টেন (অব:) মুজিবুর রহমান ফকির)
প্রতিমন্ত্রী

(ডাঃ আ ফ ম রুহুল হক)
মন্ত্রী

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী